শিশুশ্রম নিয়ে আই.এল.ও.-এর প্রধান সমঝোতা নং ১৩৮ এবং ১৮২-এর অনুসমর্থন কেন্দ্রীয় শ্রম ওকর্মসংস্থান মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রী বন্দারু দত্তাত্রেয় বলেন, “ভারতের পক্ষে এটা এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত, কেননা অন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার (আই.এল.ও.) দুটি মূল সমঝোতার মধ্যে ১৩৮ নম্বর যেখানে কাজের বয়স নিয়ে হয়েছে সমঝোতা

Posted On: 15 JUN 2017 12:11PM by PIB Kolkata

জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রমসম্মেলন, ২০১৭-এর মূল অনুষ্ঠানের পাশাপাশি মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় শ্রম ওকর্মসংস্থান মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রী বন্দারু দত্তাত্রেয় বলেন, “ভারতের পক্ষে এটা এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত, কেননা অন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার (আই.এল.ও.) দুটি মূল সমঝোতার মধ্যে ১৩৮ নম্বর যেখানে কাজের বয়স নিয়ে হয়েছে সমঝোতা এবং ১৮২ নম্বর যেখানে শিশুশ্রমের সবচেয়ে খারাপ দিক নিয়ে হয়েছে সমঝোতা—এই দু’টো কে অনুসমর্থনের মাধ্যমে ভারতকে শিশুশ্রম থেকে মুক্ত করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার ক্ষেত্রে আমরা আরও একটি বিশেষ পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছি|” এই অনুষ্ঠানে ভারতের পক্ষে অনুসমর্থনের বিষয়ের আনুষঙ্গিক নথি আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার কাছে তুলে দেওয়া হয়|

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রীবলেন, ভারত সরকার দেশ থেকে শিশুশ্রম নির্মূলীকরণের জন্য কঠোর আইন ও প্রকল্প ভিত্তিক পদ্ধতি যুক্ত করে বহুমুখী কৌশল অনুসরণের মাধ্যমে সমন্বিতভাবে কাজ করে চলেছে|

শিশুশ্রম থেকে মুক্ত সমাজ গঠনের এই উদ্যোগের ক্ষেত্রে এক বিশেষ পদক্ষেপ হচ্ছে ২০১৬ সালের আগস্ট মাসে চালু হওয়া শিশুশ্রম (নিষিদ্ধ ও প্রতিরোধ) সংশোধনী আইন, ২০১৬| যা সমস্ত পেশা ও পদ্ধতিতে চৌদ্দ বছরের নীচের ছেলে মেয়েদের কাজের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং বয়সন্ধি কালের (১৪থেকে ১৮ বছর) ছেলে মেয়েদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ করেছে| শিক্ষার অধিকার আইন (আর.টি.ই.)২০০৯ –এর অধীনে কাজে যুক্ত হওয়ার বয়সের সঙ্গে বাধ্যতামূলক শিক্ষাকেও যুক্ত করা হয়েছে |

শ্রী বন্দারু দত্তাত্রেয় উল্লেখ করেন যে, এই আইনের সংশোধনীর পাশাপাশি ভারত সরকার সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনার পর শিশুশ্রম (নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণ) কেন্দ্রীয় বিধি সংশোধনীর বিজ্ঞপ্তিজারি করেছে | এই বিধি শিশু ও বয়ঃসন্ধির শ্রমিকদের নিষিদ্ধ, প্রতিরোধ, উদ্ধার ও পুনর্বাসনের জন্য প্রথমবারের মত বিস্তৃত ও সুনির্দিষ্ট পরিকাঠামো প্রদান করেছে | এক্ষেত্রে পরিবারকে সহায়তা, পারিবারিক উদ্যোগ, শিশুর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া পরিবারইত্যাদি বিষয়কে স্পষ্ট করার জন্য বিধিমালায় সুনির্দিষ্ট শর্ত যুক্ত করা হয়েছে | তাছাড়া এই আইনে শিল্পীদেরও কাজের সময় ও কাজের পরিবেশ নিয়ে সুরক্ষা প্রদান করেছে | আইনের ধারা ও বিধান কার্যকরভাবে প্রয়োগ ও পালন সুনিশ্চিত করার জন্য প্রয়োগকারী সংস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্যকেও সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে| ঝুঁকিপূর্ণ পেশা ও পদ্ধতির তালিকা স্পষ্ট করার জন্য এই তালিকাকে পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১১৮ টি পেশা ও পদ্ধতির ব্যাপক তালিকা যুক্ত করার জন্য উদ্দিষ্ট বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে |

মন্ত্রী আরও বলেন যে, ভারত’পি.ই.এন.সি.আই.এল.—পেনসিল” নামের এক ডিজিট্যাল মঞ্চ প্রদান করার প্রক্রিয়ায় রয়েছে, যেখানে আইনের প্রয়োগ সুনিশ্চিত করা, অভিযোগের নিষ্পত্তির পদ্ধতি, শিশু অনুসরণ ও তল্লাশি পদ্ধতি এবং একটি পরিচালনা পদ্ধতি রয়েছে| এই মঞ্চ আইনটির প্রতিপালনের জন্য গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে কার্যকর সমন্বয় ও সহযোগিতার জন্য সমস্তরাজ্য সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সুসংহত করবে|

অনুষ্ঠানে আই.এল.ও.-এর মহানির্দেশক শ্রী গাই রাইডার বলেন, “এটা এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ| আজ থেকে সমঝোতা নম্বর ১৮২-এর আয়ত্তে পৃথিবীর শিশুদের ৯৯ শতাংশেরও বেশি অংশ এসে গেছে এবং সমঝোতানম্বর ১৩৮-এর আয়ত্ত ৬০ শতাংশ থেকে বেড়ে প্রায় ৮০ শতাংশ হয়ে গেছে| আমি ভারতের সরকার, নিয়োগকারী, ট্রেড ইউনিয়ন ও সুশীল সমাজের প্রতি এবং যাদের অসাধারণ সহায়তায়গত এক দশক ধরে ভারতে এই বিশেষ পদক্ষেপ সম্ভব হয়েছে, তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছি| এখন সবার সম্মিলিত উদ্যোগের মধ্য দিয়ে এই দুই সমঝোতাকে সফলভাবে রূপায়ণের জন্য দৃষ্টি দিতে হবে, যাতে কোনো শিশুই বাদ পড়ে না যায়|”

শ্রী দত্তাত্রেয় উল্লেখ করেন যে, শিশুশ্রম-মুক্ত সমাজ গড়ার জন্য সম্প্রতি গৃহীত নানা উদ্যোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জাতীয় শিশুশ্রম প্রকল্পকে (এন.সি.এল.পি.) শক্তিশালী করা, যেখানে তরুণ তরুণীদের জন্য পুনর্বাসন প্রকল্প, সংযোগকারী শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ রয়েছে | সম্প্রতি দেশের সমস্ত জেলাকে এর আয়ত্তে নিয়ে আসার সঙ্গে এর গুণমান উন্নতকরার মধ্য দিয়ে এই প্রকল্পকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে | প্রকল্পকে কার্যকরভাবেরূপায়ণের জন্য এন.সি.এল.পি.-এর নিয়ম নির্দেশিকার পর্যালোচনাও করা হয়েছে |

সুশীল সমাজ এবং শিশুশ্রম নিয়ে কাজ করা সমাজসেবীগণ শিশুশ্রমকে সম্পূর্ণ নির্মূলীকরণের জন্য ভারতের সাম্প্রতিক উদ্যোগের বিশেষ প্রশংসা করেছেন|

আই.এল.ও.-এর এই দুই মূলসমঝোতাকে অনুসমর্থন করার মধ্য দিয়ে ভারত আই.এল.ও.-এর ৮টি মূল সমঝোতার মধ্যে ৬ টিকে অনুসমর্থন করলো| সমর্থিত আরও যে চারটি সমঝোতা রয়েছে, তা বলপূর্বক শ্রম, কাজ ওপেশার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিভেদ না করা, সমান মজুরি ইত্যাদি বিষয়ক| এরমধ্য দিয়ে মৌলিক নীতি ও কাজের ক্ষেত্রে অধিকারে উৎসাহ ও উপলব্ধির জন্য প্রতিশ্রুতিকে পুনরায় নিশ্চিত করা হয়েছে |

অনুষ্ঠানে শিশুশ্রম নির্মূলীকরণের জন্য গৃহীত নানা পদক্ষেপ নিয়ে নির্মিত স্বল্প দৈর্ঘ্যের একটি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়| তাছাড়া একটি তথ্যমূলক প্রচার পুস্তিকাও বিতরণ করা হয়|

অনুষ্ঠানে এছাড়া পি.আর. এন্ড অ্যাম্বাসেডর শ্রী রাজীব কে. চান্দের, আই.এল.ও.-এর আধিকারিকগণ, জেনাভায় কর্মরত বিভিন্ন ভারতীয় মিশনের আধিকারিকগণ, জি-২০, ব্রিকস ও আসপাগ (এ.এস.পি.এ.জি.)-ভুক্ত দেশগুলো থেকে আসা ত্রিদেশীয় সদস্যগণ, আই.এল.ও.-তে কর্মরত ভারতীয়গণ এবং ভারতীয় ত্রিপক্ষীয় প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন |

(Release ID: 1492852) Visitor Counter : 2

Background release reference

কেন্দ্রীয় শ্রম ওকর্মসংস্থান মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রী বন্দারু দত্তাত্রেয় বলেন, “ভারতের পক্ষে এটা এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত, কেননা অন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার (আই.এল.ও.) দুটি মূল সমঝোতার মধ্যে ১৩৮ নম্বর যেখানে কাজের বয়স নিয়ে হয়েছে সমঝোতা